কলকাতা উচ্চ আদালত

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার

<u>আপিল বিভাগ</u>

উপস্থিতঃ

সম্মানীয় বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জি

২০১৮ সালের সি.আর.আর ২৩৩১

সজ্জন কুমার গর্গ

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া

আবেদনকারীদের জন্যঃ	শ্রী সন্দিপন গাঙ্গুলি শ্রী দীপঞ্জন দত্ত শ্রী সায়ন্তক দাস
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষেঃ	শ্রী স্মৃতজিৎ রায় চৌধুরী
শুনানিঃ	২২.০৯.২০২৩
রায়ঃ	**০৫.১০.২০২৩**

<u>বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জি-</u>

১. এটি ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে একটি আবেদন (এখন থেকে এটিকে সিআর.পি.সি বলা হবে) যেখানে আবেদনকারী দক্ষিণ ২৪ পরগনার আলিপুরের বিজ্ঞ মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন ২০১৮ সালের ৭৮৯ নম্বর অভিযোগ মামলার কার্যক্রম এবং উক্ত কার্যক্রমে প্রদত্ত সমস্ত আদেশ বাতিল করার জন্য আবেদন করেছেন। আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছেন যে অভিযোগকারী/বিপক্ষ এখানে আবেদনকারী এবং একজন জীবেন্দ্র মিশ্রের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি ধারা (সংক্ষেপে আইপিসি) এবং আয়কর আইন ১৯৬১ (সংক্ষেপে আই.টি. আইন ১৯৬১) এর ২৭৭এ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং

আই. টি. আইন ১৯৬১-এর ২৭৭এ/২৭৮বি ধারা সহ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য আরও এগারোটি সংস্থার বিরুদ্ধে।

২. উক্ত অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগগুলি এই বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত যে, ১২.১১.২০১৩ তারিখে কলকাতা-১ এর ৩৩/১ এন.এস. রোডের অফিস প্রাঙ্গণে একটি জরিপ পরিচালিত হয়েছিল যেখানে ১৯৬১ সালের আই.টি. আইনের ১৩১ ধারার অধীনে আবেদনকারীর বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছিল। ৩০.০৪.২০১৪ তারিখে আবেদনকারীর আরেকটি বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছিল। অভিযোগ করা হয়েছে যে উভয় বিবৃতিতেই আবেদনকারী স্বীকার করেছেন যে তিনি ১৮.১১.২০১৩ তারিখে জীবেন্দ্র মিশ্র নামে একজনের সহায়তায় পরিচালিত শেল কোম্পানিগুলির মাধ্যমে ডোলার গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজকে শেয়ার মূলধন, শেয়ার প্রিমিয়াম এবং অনিরাপদ ঋণের আকারে আবাসন এন্ট্রি প্রদান করেছিলেন। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে আবেদনকারীর বক্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে ডোলার গ্রুপের পাঁচটি কোম্পানি শেয়ার মূলধন/প্রিমিয়াম সংগ্রহ করেছে। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে কিছু বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি আবেদনকারীর দ্বারা পরিচালিত ছদ্মবেশী সত্তা এবং আবেদনকারীর দ্বারা পূর্বোক্ত রেকর্ড করা বিবৃতিতে এটি গ্রহণ করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী অভিযোগকারী অভিযোগ করেছেন যে এখানে আবেদনকারী এবং উক্ত জীবেন্দ্র মিশ্র আই.টি. আইন ১৯৬১ এর ধারা ২৭৭এ সহ আইপিসির ১২০বি ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন এবং অন্যান্য ১১টি কোম্পানি আই.টি. আইন ১৯৬১ এর ধারা ২৭৭এ/২৭৮বি সহ আইপিসির ১২০বি ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

৩. শ্রী সন্দীপন গাঙ্গুলী দরখাস্তকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে আবেদনকারী সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং তিনি কোনওভাবেই অভিযুক্ত অপরাধের কমিশনের সাথে যুক্ত নন এবং তাত্ক্ষণিক মামলায় মিথ্যাভাবে জড়ানো হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে

অভিযোগ অনুসারে অপরাধের উপাদান প্রকাশ না করে বিপরীত পক্ষের নির্দেশে শুরু হওয়া কার্যক্রম এবং বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে আদেশ জারি করা যুক্তিসঙ্গত ছিল না। তিনি আরও যুক্তি দেন যে, ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের ২৭৭ক ধারার অধীনে অপরাধটি ৩ মাসের কম নয় বরং ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা দ্বারা দণ্ডনীয়। ফৌজদারি অপরাধের ধারা ৪৬৮ অনুসারে, সীমার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কোনও আদালত কোনও অপরাধ আমলে নেবে না এবং যদি অপরাধটি এক বছরের বেশি কিন্তু তিন বছরের বেশি নয়, তবে সীমার মেয়াদ ৩ বছর হবে। ফৌজদারি অপরাধের ধারা ৪৬৯(১) (ক) অনুসারে, সীমার মেয়াদ অপরাধের তারিখ থেকে শুরু হবে।

৪. শ্রী গাঙ্গুলি আরও বলেন যে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে আবেদনকারীর বিবৃতি ১২.১১.২০১৩ এবং ৩০.০৪.২০১৪-এ শপথে রেকর্ড করা হয়েছিল। সুতরাং ফৌজদারি কার্যবিধি-এর ৪৬৯ (১) (ক) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধতার সময়কাল ১২.১১.২০১৩ এবং ৩০.০৪.২০১৪ থেকে শুরু হয়। তদনুসারে, সীমাবদ্ধতার সময়কাল ২০১৬ সালের নভেম্বর এবং ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে শেষ হয়ে যায়। তবে, অবিলম্বে অভিযোগটি ২১.০৩.২০১৮ ১-এ দায়ের করা হয়েছে। তবে, সীমাবদ্ধতার নির্ধারিত সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার অনেক পরে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের অভিযুক্ত অপরাধগুলির বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত ছিল না যা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ। অতএব পরবর্তী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হবে আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার।এইভাবে আবেদনকারী পুরো কার্যধারা বাতিল করার জন্য আবেদন করেছেন।

৫. আরও বিশদ বিবরণে যাওয়ার আগে আমাকে আলিপুরের বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি উদ্‌ধৃত করা যাক, আদেশ নং 1 তারিখ ২৮.০৩.২০১৮ এবং পরবর্তী আদেশটি ১০.০৫.২০১৮ তারিখের আদেশ।

<u>**"আদেশ নং ১ তারিখের** ২৮.০৩.২০১৮:-</u> অভিযোগ নম্বর ১-এর একটি পিটিশন অভিযোগ নম্বর ২০০ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর অধীনে দায়ের করা হয়েছে।
অভিযোগের পক্ষে আইনজীবী।
অভিযোগের পিটিশনটি বিবেচনা করা হয়েছে। বিচার করা হয়েছে। বিচার নেওয়া হয়েছে।
মামলাটি আমার ব্যক্তিগত ফাইল আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তির জন্য নেওয়া হোক। এস/আর এর জন্য ১০.০৫.১৮ ফিক্সিং।

এসডি/ সিজেএম
আলিপুর

<u>আদেশের তারিখ **১০.০৫.২০১৮:-**</u> আজ এস.আর এবং উপস্থিতি, অভিযোগ ফাইল হাজিরার জন্য নির্ধারিত।
অভিযুক্ত নং ১ এবং ২ যথা সজ্জন কুমার গর্গ এবং জীবেন্দ্র মিশ্র ভকালতনামা ফাইল করে হাজির হন এবং জামিনের জন্য প্রার্থনা করেন।
অভিযুক্ত নং ৩ থেকে ১৩-এর পক্ষে পৃথক পিটিশন দাখিল করা হয়েছে এবং তাদের পক্ষে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩০৫ ধারার অধীনে ওইয়াকালতনামা পিটিশন দায়ের করার অঙ্গীকার করা হয়েছে।
জামিনের আবেদন, অভিযোগের দরখাস্ত এবং সেইসাথে রেকর্ডে উপলব্ধ অন্যান্য উপকরণগুলি পরীক্ষা করেছেন।
কার্যধারার প্রকৃতি এবং এই জাতীয় সমস্ত তথ্য বিবেচনা করে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ, জামিনের জন্য প্রার্থনা বিবেচনা করা হয় এবং অনুমোদিত হয়।
অভিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রত্যেকে ১,০০০/- টাকার জামিন পেতে পারেন এবং একই পরিমাণের একটি নিবন্ধিত জামানতের সাথে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে ডিফল্ট হিসাবে ১৮.০৫.২০১৮ পর্যন্ত। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জামিন পান, তবে তাদের ৩ থেকে ১৩ নম্বর অভিযুক্তের উপস্থিতির জন্য এবং পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ১৮.৮.২০১৮-এ এই আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এসডি/ সিজেএম
আলিপুর

<u>**পরেঃ**-</u>সায়ান কুমার গর্গ এবং জবেন্দ্র মিশ্র নামে দুই অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে নিবন্ধিত জামিনদার দ্বারা জামিন বন্ড দাখিল করা হয়।
জামিন বন্ড গ্রহণ করা যাক।
থেকে. ১৮.৮.২০১৮ উপস্থিতির জন্য

এসডি/ সিজেএম
আলিপুর "

৬. উপরোক্ত আদেশগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অভিযোগটি কোন অপরাধ কিনা এবং যদি অপরাধ হয় তবে আইনের কোন বিধানের অধীনে, এই ধরণের অপরাধ দণ্ডনীয় কিনা সে সম্পর্কে কোনও পর্যবেক্ষণ করা হয়নি এবং ২৮.০৩.২০১৮ তারিখের ১ নং আদেশ আমলে নেওয়ার সময় এবং জারি করার সময় সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট তার বিচারিক বুদ্ধি প্রয়োগ করেছিলেন বলেও ইঙ্গিত করা হয়নি। উক্ত আদেশে ম্যাজিস্ট্রেট কোনও ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২০৪ ধারার অধীনে কোনও প্রক্রিয়া জারি করার নির্দেশ দেননি এবং এমন কিছুও বলা হয়নি যে ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট ছিলেন যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আদালতে হাজিরা বাধ্য করে মামলা শুরু করার জন্য পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে এবং/অথবা মামলা শুরু করার প্রয়োজন রয়েছে

আদালতে। এটা দেখানোর মতো কিছুই নেই যে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তদের কথিত নথিভুক্ত বিবৃতি তারিখ ১২.১১.২০১৩ এবং ৩০.০৪.২০১৪ সহ প্রাসঙ্গিক উপকরণগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন যাতে নিশ্চিত করা যায় যে এগিয়ে যাওয়ার কারণ রয়েছে এবং অভিযোগটি কোনও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ নয়।

৭. এটি পুনরাবৃত্তি করা প্রসঙ্গের বাইরে নাও হতে পারে যে ফৌজদারি কার্যবিধি-এর চতুর্দশ অধ্যায়টি" "কার্যধারা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী" "শিরোনামে রয়েছে এবং প্রারম্ভিক ধারাটি অর্থাৎ ১৯০ ধারাটি" "ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা অপরাধের স্বীকৃতি" "নিয়ে কাজ করে। তদনুসারে এটি মনে রাখতে হবে যে ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা কোনও অপরাধের স্বীকৃতি নেওয়া একটি বিচার বিভাগীয় কাজ। ম্যাজিস্ট্রেট যখন ফৌজদারি কার্যবিধি-এর ধারা ২০০-এর অধীনে কার্যধারার জন্য তার বিচার বিভাগীয় মন প্রয়োগ করেন তখন স্বীকৃতি নেওয়া হয় বলে বলা যেতে পারে। ১৯০ ধারায় ব্যবহৃত শব্দগুলি থেকেও এর যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিভাগীয় মনের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয় যা" "বিবেচনা করা যেতে পারে"। তবে বিচার গ্রহণের সময়, ম্যাজিস্ট্রেটকে কেবল অভিযোগের ক্ষেত্রে করা বক্তব্যগুলি বিবেচনা করতে হবে এবং বিচার গ্রহণের সময় তার প্রমাণের প্রশংসা করার কথা নয়।

৮. যাই হোক না কেন, পরবর্তী আদেশ অর্থাৎ ১০.০৫.২০১৮ তারিখের আদেশ থেকে, এটি প্রতীয়মান হয় যে সমন প্রাপ্তির পরে অভিযুক্ত নং ১ এবং ২ আদালতে হাজির হন এবং জামিনের জন্য আবেদন করেন। এটি সত্য যে ২০০ ধারা (ক) এর অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই যখন কোনও সরকারী কর্মচারী তার সরকারী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কাজ করছেন বা কাজ করার উদ্দেশ্যে অভিযোগ করেছেন। এর মানে এই নয় যে এই ধরনের ক্ষেত্রে কগনিজেন্স নেওয়ার সময় এবং ম্যাজিস্ট্রেট যখন ফৌজদারি কার্যবিধি. এর ধারা ২০৪ অনুযায়ী প্রক্রিয়া ব্যবহার করে এগিয়ে যেতে চান, তখন প্রাথমিকভাবে

অভিযোগগুলো অপরাধ কিনা তা নিশ্চিত করার কোনো প্রয়োজন নেই এবং অভিযুক্ত প্রাথমিকভাবে অপরাধ ঘটানোর জন্য দায়ী কিনা।এমনকি অভিযোগকারী একজন সরকারি কর্মচারী হলেও, ম্যাজিস্ট্রেট বিচারের জন্য যথেষ্ট ভিত্তি আছে কি না তা খুঁজে বের করতে বাধ্য। ম্যাজিস্ট্রেট বিচার গ্রহণের ক্ষেত্রে বা নিয়মিত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়া জারি করার ক্ষেত্রে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবেন না, তবে অভিযোগকারীর পরীক্ষা বাতিল করা হলেও তাকে তার মন প্রয়োগ করতে হবে। এমনকি এই ধরনের ক্ষেত্রেও, ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিযোগের সত্যতা, বৈধতা এবং বৈধতা খুঁজে বের করার জন্য নথিতে আনা প্রমাণগুলি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করতে হয় এবং সমস্ত বা কোনও অভিযুক্তের দ্বারা কোনও অপরাধ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হয়। আইনসভার উদ্দেশ্য কখনই ছিল না যে যখনই কোনও সরকারি কর্মচারীর দ্বারা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তখন ম্যাজিস্ট্রেটের প্রক্রিয়া জারি করার ক্ষেত্রে ডাক কর্তৃপক্ষের মতো কাজ করা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প ছিল না।

৯. এটি সাধারণ আইন যে ম্যাজিস্ট্রেটকে ফৌজদারি কার্যবিধি-এর ধারা ২০৪-এর অধীনে প্রক্রিয়াটি জারি করার সময় অভিযোগের আবেদনে অভিযোগগুলি এবং রেকর্ডে আনা উপকরণগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে এবং অবশ্যই বলতে হবে যে তার মতে, প্রক্রিয়াটি জারি করা উচিত। আদালতকে দেখতে হবে যে প্রাথমিকভাবে মামলাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা এবং অভিযোগ থেকে অপরাধের উপাদানগুলি বের করা যেতে পারে কিনা এবং কেবল তখনই যখন কোনও দৃঢ় সন্দেহ থাকে যা আদালতকে ভাবতে পরিচালিত করে যে অভিযুক্ত কোনও অপরাধ করেছে বলে ধরে নেওয়ার ভিত্তি রয়েছে, প্রক্রিয়াটি জারি করা উচিত, এমনকি ফৌজদারি কার্যবিধি-এর ধারা ২০০ (ক)-এর অধীনেও।

১০. বিচারিক ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এটি আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে ২০০ ফৌজদারি কার্যবিধি অধিনিয়মের

ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধটি আমলে নিতে পারেন এবং তারপর প্রথম দৃষ্টিতে মামলা তৈরি করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে পারেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য, যাতে মিথ্যা, বিরক্তিকর অথবা কেবল হয়রানির উদ্দেশ্যে করা অভিযোগের উপর মামলার বিষয়টি রোধ করা যায়। এই উদ্দেশ্যে, ধারা 203 Cr.P.C. এর অধীনে ব্যবহৃত "পর্যাপ্ত ভিত্তি" শব্দটির অর্থ এই সন্তুষ্টি বোঝাতে হবে যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রাথমিক দৃষ্টিতে মামলা তৈরি করা হয়েছে এবং দোষী সাব্যস্ত করার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি নেই।

১১. মামলার বর্তমান ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং আদেশে কোনও প্রতিফলন নেই যে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কার্যধারা এবং প্রক্রিয়া জারি করার জন্য ত্রুটি রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য তাঁর বিচারিক মন প্রয়োগ করেছিলেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রক্রিয়া জারি করার কোনও আদেশ ছাড়াই অভিযুক্তদের উপর প্রক্রিয়া জারি করা হয়েছিল, যিনি হাজির হয়ে জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন, যা স্পষ্টভাবে ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বিচারিক মনের আবেদন না করা এবং ফৌজদারি কার্যবিধি এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির অমান্যকে প্রতিফলিত করে।

১২. ২৮.০৩.২০১৮ তারিখের আদেশ নং ১ এবং ২০১৮ সালের ৭৮৯ নং অভিযোগ মামলায় বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর (ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম শ্রী সজ্জন গর্গ এবং অন্যান্য ১২ জন) কর্তৃক প্রদত্ত পরবর্তী আদেশগুলি এতদ্বারা বাতিল করা হচ্ছে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে এখানে বিপক্ষ পক্ষ কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগের উপর পুনরায় তার বিচারিক মন প্রয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং প্রয়োজনে প্রক্রিয়া জারি করার বিষয়ে এবং প্রয়োজনে অধ্যায় XIV-তে বর্ণিত প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি থেকে সহায়তা নিয়ে যথাযথ আদেশ প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে

এবং ফৌজদারি কার্যবিধি এর পরবর্তী অধ্যায়গুলির প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে প্রয়োজন হলে, এখানে করা কোনো পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে।

১৩. ২০১৮ সালের সি. আর. আর. ২৩৩১ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

এই রায়ের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, আবেদন করা হলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার জন্য পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal